অভিলেখের প্রকারভেদ
Sans/CC 08/Unit 1/

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে লেখের প্রকারভেদ নিয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় | সেখানে অভিলেখগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে - রাজকীয় ও লৌকিক | রাজকীয় অভিলেখ আবার চতুর্বিধ - শাসন, জয়পত্র, আজ্ঞাপনপত্র ও প্রজ্ঞাপনপত্র |

"শাসনং প্রথমং জ্ঞেয়ং জয়পত্রং চ তথাপরম |
আজ্ঞাপ্রজ্ঞাপনপত্রে রাজকীয়ং চতুর্বিধম ||" স্মৃতিচন্দ্রিকা |

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত অভিলেখগুলিকে বৃহত্তরভাবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়- বিষয়গত বিভাগ উপাদানগত বিভাগ |

<u>বিষয়গত বিভাগ</u>

বিষয়গত বিভাগের মধ্যে নিম্নলিখিত অভিলেখগুলি পড়ে |

<u>রাজপ্রশস্তি ও দানমূলক অভিলেখ :</u>

• রাজার দ্বারা বা রাজপক্ষ থেকে যে কোন দানমূলক ঘোষণা ও স্তুতি বাক্য সাধারণত প্রস্তরফলকে বা স্তম্ভে খোদাই থাকত | যথা অশোকের অভিলেখ |

•দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রাজপ্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ খোদিত আছে মহাস্থানগড়ের অভিলেখে |

•খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখে কালানুক্রমিকভাবে রাজার কীর্তি উত্কীর্ণ আছে |

• যুদ্ধজয়, বিশেষ দান বা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শাসকের প্রশস্তির জন্য অভিলেখ লিখিত হয়েছে | যথা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি |

• শাসকের দ্বার মন্দির নির্মাণ, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজে প্রস্তরে অভিলেখ লিখিত হত | যথা দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালেখ একটি জৈন মন্দিরের গায়ে উত্কীর্ণ|

• রাজপ্রশস্তি ও দানমূলক অভিলেখের সামান্য বৈশিষ্ট্য : সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত। যথা জুনাগড়, হাতিগুম্ফা।

• কোন কোনতি আবার পদ্যে রচিত। যথা আইহোল অভিলেখ।

• শিষ্ট সংস্কৃত, প্রাকৃতে রচিত । মঙ্গলসূচকচিহ্ন দিয়ে শুরু হয় । অভিলেখের প্রকৃত উদ্দেশ্য একেবারে অন্তিমে থাকে।

•ভুমিদানপত্র/তাম্রশাসন : ভূমিদানাদি বিষয়ক অভিলেখ প্রায়স তাম্রপাত্রে উত্কীর্ণ করা হত । এগুলি শাসন নামেও পরিচিত । যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে এটি তাম্রপট, তাম্রফলী, দানশাসন নামেও পরিচিত।

Copper-plate Inscription

• এই তাম্র্শাসনগুলি সাধারণতঃ পুথির পাতার আকৃতির মতো। যেহেতু বৈষয়িক বিষয় এখানে উত্কীর্ণ থাকত, তাই সেগুলি রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রয়ত্ন নেওয়া হত। তিন চারটি তাম্রপট্ট একসাথে করে সুগুলিতে ছিদ্র করে তারমধ্যে একটি বা দুটি তামা বা ব্রোঞ্জএর আংটা দিয়ে তাম্রশাসনটি বাঁধা হত এবং আংটার শেষপ্রান্তে রাজার সীল/নামমুদ্রা দ্বারা ঝালিয়ে নেওয়া হত।

•তাম্রশাসনের মাধ্যমে রাজার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে গ্রাম/ভূমিদান করার কথা তাম্রশাসনে লেখা থাকে । দানপ্রাপকের সাধারনতঃ অধিকা্রের সীমাও এখানে নির্দিষ্ট থাকে । উদা: খ্রিষ্টিয় চতুর্থশতক দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও শালঙ্কায়ন রাজবংশের প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাম্রশাসন প্রাচীনতম রূপে চিহ্নিত|

•ব্যক্তিগত দানভিলেখ : রাজার পক্ষ ছাড়াও বহু ব্যক্তিগত উদ্যোগে দান, কূপ খনন,প্রপা/জলপানের স্থান নির্মাণ, মন্দির মেরামতি, ভিক্ষুদের জন্য গুহা দান, মূর্তিদান ইত্যাদি বিষয়ে ঐ জাতীয় অভিলেখগুলি রচিত হয়েছিল । যথা মন্দাসোর প্রস্তরাভিলেখে রেশমশিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা সূর্যমন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

<u>স্মারক অভিলেখ</u>: কোন মৃত ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মারক অভিলেখ উত্কীর্ণ করা হত |

<u>ধর্মীয় অভিলেখ</u> : পুরোপুরি ধর্মীয় বিষয়ে এই জাতীয় অভিলেখ রচিত হত| যথা বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির গাত্রে উত্কীর্ণ ভগবত্গীতার শ্লোক|

উপাদানগত বিভাগ :

• **প্রস্তর** : ভারতীয় অভিলেখের বেশিরভাগই উত্কীর্ণ করা হয়েছেবিভিন্ন ধরণের প্রস্তরের পৃষ্ঠতলে| উত্কীর্ণ করার জন্য সাধারণত নরম, মসৃণ পাথর(বেলেপাথর) বেছে নেওয়া হত| কখন **পর্বতগাত্রে** (গির্ণার, ধৌলি, মানশেরা ইত্যাদি), কোথাও বা আয়তকার **প্রস্তরপট্টে**(Plate) লিখে মন্দিরগাত্রে বা অন্যত্র লাগানো হত (অশোকের বৈরাট প্রস্তরপট্টানিশাসন, বিজয়সেনের দেওপাড়া ইত্যাদি) | পর্বতের গুহাতে অনেক সময় অভিলেখ লিখিত হত- যথা খারবেলের হাতিগুম্ফা | এছাড়াও মন্দির, অট্টালিকা, মূর্তি ইত্যাদিতেও অভিলেখ লিখিত হয়েছে|

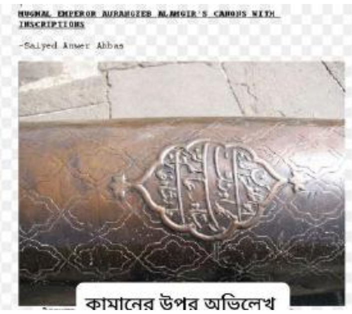

• **ধাতু** : বিভিন্ন ধাতব প্লেটের উপর অভিলেখ লিখিত হত| এদের মধ্যে **তামা**র ব্যবহার সর্বাধিক | যেমন দামোদরপুর তাম্রশাসন, দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন ইত্যাদি| **ব্রোঞ্জে**র সীলের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়- সৌরাষ্ট্রে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ অভিলেখ | লৌহনির্মিত উপাদানে অভিলেখ বেশ কম যেমন রাজা চন্দ্রের মহরৌলি স্তম্ভলেখ| পরবর্তীকালে অস্ত্রশস্ত্রের উপরও অভিলেখ লিখিত হয়েছে,যথা অজয়গড় কামান অভিলেখ| এছাড়া পিতল, সোনা, লোহা রূপা ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়|

• <u>মৃত্তিকা</u> :পোড়ামাটি, ইট, মৃত্পাত্র, কাষ্ঠ ইত্যাদির উপর লেখা অভিলেখ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়| যেমন দঃ ভারতের জগত্পুর থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ লেখা অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে| বৌদ্ধস্তোত্রাদি মৃত্তিকাজাত উপাদানগুলিতে উত্কীর্ণ হত||